চুপিসারে কলকাতায় পাড়ি দিলেন বিমল গুরুং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : আচমকাই কলকাতায় পাড়ি দিলেন বিমল গুরুং। একরকম চুপিসারেই তিনি কলকাতায় গিয়েছেন। এ নিয়ে দলের অন্দরেও তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়েছে। কালিম্পংয়ে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল বিমলের। পুরো জেলায় চারটি জনসভা করার কথা থাকলেও তিনি সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করেই নেতা-কর্মীদের অজান্তেই রবিবার ভোর রাতে কালিম্পং থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। দলীয় সূত্রের খবর, শীর্ষস্তরের নেতাদের একাংশের প্রবল চাপের মুখে পড়েই বিমল পাহাড় ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। পাহাড় পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে পাহাড়ে বিমলের রাজনৈতিক মাটি আলগা হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিষয়টি নিয়ে বিমলপন্থী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কিছু বলব না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর পর থেকেই পাহাড়ে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ছিলেন বিমল গুরুং। গত সাড়ে তিন বছর বিমল আত্মগোপন করে থাকলেও মোর্চার একটা বড় অংশই অনেক চাপের মধ্যেও বিনয় তামাং, অনীত থাপাদের শিবিরে যোগ দেননি। বরং বিমল ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বিমল তৃণমূলের হাত ধরে প্রকাশ্যে আসায় ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ চড়ছিল। তা বিমলের পাহাড়ে ফেরার পরেই আরও বাড়ে। একে একে অনেক নেতাই তাঁর সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অনেকেই তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে বিজেপিতে ফেরার দাবি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু বিমল প্রত্যেককেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তিনি কোন পরিস্থিতিতে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং তিনি যে পাহাড়ের ভালোর জন্যই এটা করেছেন তাও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্ষোভ-বিক্ষোভ থামেনি। গত ২০ ডিসেম্বর পাহাড়ে উঠেই দার্জিলিংয়ের চকবাজারে জনসভা করেন বিমল। সেদিনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ৭ জানুয়ারি কালিম্পংয়ে জনসভা করবেন। পরবর্তীতে ঠিক হয়, ৭-১২ জানুয়ারি পর্যন্ত কালিম্পংয়ে থেকে বেশ কয়েকটি জনসভা করবেন। ৭ জানুয়ারি কালিম্পংয়ের মেলা ময়দানে, ৯ জানুয়ারি লাভা, ১০ জানুয়ারি পেডংয়ে সভা করার কথা ছিল। এছাড়া গরুবাথানেও সভা করার কথা ছিল বিমলের। কিন্তু ৭ জানুয়ারি কালিম্পং মেলা ময়দানের সভা করার পরে কালিম্পংয়েই ছিলেন বিমল। আচমকা পরদিন থেকে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে দেন তিনি। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত তা নিয়ে দলের অন্দরে হইচই শুরু হয়। জানা গিয়েছে, কালিম্পংয়ে মোর্চার বেশ কিছু নেতা-কর্মী এসে বিমলকে তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় তাঁরা বিজেপিতে যেতে বাধ্য হবেন তেমনটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। এই দলে বিমলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মোর্চার প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতা ছিলেন। এমন চাপের মুখে পড়ে বিমল কালিম্পংয়ের বাকি সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে দেন এবং কালিম্পং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। রবিবার ভোরের আলো কাটার আগেই কালিম্পং থেকে বিমল গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়িতে নেমে আসেন এবং সরাসরি কলকাতায় রওনা হন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

দলের চাপ

- তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলানোয় পাহাড়ে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ছিলেন বিমল গুরুং
- তিনি তৃণমূলের হাত ধরে প্রকাশ্যে আসায় দলের ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ বাড়ছিল
- তিনি পাহাড়ে ফেরার পরেই তাঁর অনুগামী নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ আরও বাড়ে
- কালিম্পংয়ের নেতা-কর্মীরা বিমলকে তৃণমূলের সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান
- দলের শীর্ষস্তরের নেতাদের চাপের মুখে পড়েই বিমল পাহাড় ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন

মঙ্গলবার বিমলপন্থী বেশ কিছু নেতা শিলিগুড়ির মিলন মোড়ে এক অনুষ্ঠানে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আগামীতে আরও অনেকেই হয় বিজেপি, নতুবা মোর্চা-২-তে যোগ দেবেন বলে সূত্রের খবর। অর্থাৎ প্রবল রাজনৈতিক চাপের মুখেই বিমল কলকাতায় চলে গিয়েছেন বলে মনে করছে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল।

নির্বাচন নিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের মুখোমুখি কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের নির্বাচনি প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলার দিকটি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সারল নির্বাচন কমিশন। চার রাজ্যের নির্বাচনে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয়বাহিনী বহাল করা নিয়ে মন্ত্রকের অবস্থান জানতে চায় কমিশন। জানা যায়, স্বরাষ্ট্র সচিব আশ্বস্ত করেছেন, চার রাজ্যের নির্বাচনি সুরক্ষা বিধি বলবৎ করতে তাঁরা প্রস্তুত। কমিশন নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা মাত্রই রাজ্যে রাজ্যে পৌঁছোবে কেন্দ্রীয় সুরক্ষাবাহিনী। বাংলা সহ চার রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সবরকমের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কেন্দ্র। এদিনের বৈঠকে তা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা।

মে মাসের শেষভাগের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে অসম, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। এছাড়া জুন মাসের প্রথমার্ধে সম্পন্ন হবে পুদুচেরির ভোট। এই চারটি রাজ্যের মধ্যে অসম ও পুদুচেরি নিয়ে ততটা চিন্তিত নয় কমিশন। ৩০ আসনের পুদুচেরি ও অসমে ১২৬ আসনের বিধানসভা নির্বাচন এক দফাতেই সম্পন্ন করার কথা ভাবছে কমিশন। দুই রাজ্যের মধ্যে উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত অসম। অতীতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় অসমের পার্বত্য অঞ্চলে একাধিক বার আলফা ও উলফার মতো নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা চালিয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে এই সব সংগঠনের ওপর কড়া নজরদারি ও উপদ্রুত এলাকায় শান্তি রক্ষার্থে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয়বাহিনী বহালের কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রাখে কমিশন। একই সঙ্গে, তামিলনাড়ু ও বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা হিংসার ঘটনা মাথায় রেখে দুই রাজ্যেই ঢালাও কেন্দ্রীয় ও আধাসামরিক বাহিনী বহাল করা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুটি রাজ্যেই নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস হু হু করে বেড়ে যায়। বাংলায় ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও আঁটোসাঁটো করতে চায় কমিশন। বাংলায় মূলত সাত দফায় নির্বাচনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এবারও সাত দফা নির্বাচনের পথেই ঝুঁকছে কমিশন। অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে কম করে পাঁচ দফায় নির্বাচন হয়ে এসেছে বহুদিন ধরে। দুই রাজ্যেই পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয়বাহিনী বহাল করার দাবি জানায় কমিশন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে দ্রুত কেন্দ্রীয়বাহিনী মোতায়েন ও ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে রুটমার্চ শুরু করানোর কথা ভাবছে কমিশন। বিশ্বস্ত সূত্র জানাচ্ছে, সম্ভাব্য সবরকমের সহযোগিতা করা নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা।

গাঁজা সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ কেজি গাঁজা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল, দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা খোকন চৌধুরী ও মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা মুস্তাফা মণ্ডল। সোমবার রাতে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ভিতর থেকে সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। খোকন চৌধুরীর ব্যাগ থেকে ১১ কেজি ৩০০ গ্রাম ও মুস্তাফা মণ্ডলের ব্যাগ থেকে ৯ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।

স্বামীজির জন্মদিবস

কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের একাধিক জায়গায় সাড়ম্বরে বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদযাপিত হয়। জেলার ঠাকুরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে স্বামীজির আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়। সমাজসেবী ভাই তারাচাঁদ স্বামী বিবেকানন্দের নামে বাসস্ট্যান্ডের নামকরণ করেন। অন্যদিকে, ডুমুরিয়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমেও কর্তৃপক্ষের তরফে স্বামীজির জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে জেলায় সপ্তাহব্যাপী যুব দিবস পালিত হবে।

আবহাওয়া
বুধবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৫.০	১৪.০
শিলিগুড়ি	২৪.০	১০.০
জলপাইগুড়ি	২৫.০	৯.০
কোচবিহার	২৫.০	৯.০
আলিপুরদুয়ার	২৫.০	৯.০
মালদা	২৪.০	৬.০
রায়গঞ্জ	২৪.০	৭.০
গ্যাংটক	১৬.০	৭.০

বিন্দু বিসর্গ

মৌলানিতে দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়ক অবরোধ। ছবি : শুভদীপ শর্মা

তিনদিনের মধ্যে টিকা পৌঁছোবে

প্রথম পাতার পর

কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও রাজ্যে টিকা এসে পৌঁছোনো মাত্র ওষুধের কালোবাজারিরা সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। কালোবাজারিরা কোনও না কোনওভাবে ভ্যাকসিন ম্যানেজ করার ফন্দি আঁটছে বলে সূত্রের খবর। এদের ধারণা, প্রাথমিকপর্বে কিছুটা কড়া সতর্কতা থাকলেও পরবর্তীকালে বজ্রআঁটুনি তেমন থাকবে না। সেই সুযোগ হাসিল করতে মরিয়া কালোবাজারিরা। তারা হিসাব করছে, প্রথমত, অনেকে টিকা নিতে অস্বীকার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের নাম এবং পরিচয় ভাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগসাজশে তালিকার বাইরের লোককেও টিকা দেওয়া সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, মোট করোনা টিকার ১০ শতাংশ সংরক্ষিত রাখা হবে। কারণ, কিছু কিছু অ্যাম্পুল যাতায়াতের পথে ভেঙে যেতে পারে। 'নষ্ট' দেখিয়ে এভাবে কিছু টিকা বাইরে আনতে পারলে তা থেকে ভালো মুনাফা লাভের আশা দেখছেন অসাধু কারবারিরা।

বাস চাপা পড়ে মৃত এক, আহত ৩৫

লাটাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : জাতীয় সড়কে একটি দোকানের ওপর যাত্রীবাহী পিকনিকের বাস উলটে পড়ল। বাসে চাপা পড়ে স্থানীয় এক বাসিন্দার মৃত্যু হল। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আরও দুই স্থানীয় বাসিন্দা সহ বাসের ৩৫ জন যাত্রী আহত হন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ময়নাগুড়ি-মালবাজারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মৌলানি হরিসেবার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগের দাবিতে স্থানীয়রা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীদের পাশাপাশি ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ উপস্থিত হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পিকনিক পার্টির একটি বাস রানিরহাট থেকে ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছিল। পথে মৌলানি হরিসেবায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি মোটরবাইক মেরামতের দোকানে উলটে পড়ে। বাসের নীচে বেশ কয়েকটি মোটরবাইক চাপা পড়ে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা হিনোদ রায়, প্রদীপ রায় ও লোকেশ রায় সহ আরও কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়িটি তাঁদের ওপর উলটে পড়ে। ঘটনায় হিনোদ রায়ের (৪২) মৃত্যু হয়। বাকি দুজন সহ বাসের প্রায় ৩৫ জন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি আটক করেছে।

বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের জেলা শাসক ডাঃ আদিত্য প্রকাশের সভাপতিত্বে ১৬ জানুয়ারি থেকে কিশনগঞ্জে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে টাস্ক ফোর্সের এক সমীক্ষা বৈঠক হয়। জেলায় প্রথম পর্যায়ে ভ্যাকসিন চারটি সরকারি ও একটি বেসরকারি কেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে।

উড়ান বাতিল

প্রথম পাতার পর

দৃশ্যমানতা ৫০-২০০ মিটারের মধ্যে থাকলেও উড়ান অবতরণ সম্ভব। বাগডোগরা বিমানবন্দরে ক্যাটিগোরি-২ আইএলএস প্রযুক্তি রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ১,২০০ মিটার পর্যন্ত দৃশ্যমানতা থাকলে উড়ান নামানো সম্ভব। ফলে আইএলএস ব্যবস্থা চালু থাকলেও এদিন বাগডোগরায় দৃশ্যমানতা শূন্য থাকায় উড়ান অবতরণ আদৌ সম্ভব হত কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দৃশ্যমানতা একেবারেই কমে যাওয়ায় এদিন সকাল ৭টা বেজে ২০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা সওয়া ৫টার মধ্যে ২১ জোড়া উড়ান বাতিল করা হয়। এগুলির মধ্যে কলকাতা-বাগডোগরা, দিল্লি-বাগডোগরা, মুম্বই-বাগডোগরা, ডিব্রুগড়-বাগডোগরা, চেন্নাই-বাগডোগরা, বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা রুটের উড়ান রয়েছে। অন্য জায়গা থেকে এসে বাগডোগরার মাথার উপর এলেও কুয়াশার কারণে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেই উড়ানগুলিকে এখানে নামতে দেয়নি। এর জেরে দেশের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটানের যাত্রীরাও সমস্যায় পড়েন। উড়ান বাতিল হলে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যাত্রীদের হোটেলে রাখার কোনও ব্যবস্থা করে না। এদিন উড়ান বাতিল হওয়ায় বিমানবন্দরে উপস্থিত পরিযায়ী শ্রমিকরা খুবই সমস্যায় পড়েন। অনেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করে অন্যত্র রওনা হতে বাধ্য হন। ছোট গাড়িগুলির এক-একটি কলকাতা যাওয়ার বিনিময়ে ১৮-২২ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া নেয়। বিমানযাত্রীদের অনেকে শিলিগুড়িতে গিয়ে বাস ধরেন। অনেকে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে বাধ্য হন।

বিমান বাতিলের পর বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড়। -সংবাদচিত্র

শীত কম, তবু কুয়াশায় জবুথবু উত্তর

প্রথম পাতার পর

গৌতম পাল এদিন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে জয়ন্তী ঘুরতে গিয়েছিলেন। সবাই মিলে চুটিয়ে পিকনিকের আনন্দ উপভোগ করেছেন। কুয়াশার জেরে এদিন হলদিবাড়িতে বাসিন্দাদের সেভাবে বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যায়নি। প্রবীণ নাগরিক অনিলকুমার দেবনাথ বলেন, 'হঠাৎ করে শীত পড়ায় সমস্যায় পড়েছি।' শীতের আনন্দ উপভোগ করতে নলেন গুড় দিয়ে বিভিন্ন ঘরোয়া খাবার তৈরি করা হচ্ছে। মানুষ গরম জামাকাপড়ের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন। শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকায় কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। আলু, টমেটো গাছে ধসার প্রকোপ দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কায় তাঁরা জমিতে ওষুধ প্রয়োগ শুরু করেছেন। তবে এর জেরে চাষের খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ঘন কুয়াশা সর্ষে চাষের সহায়ক বলে সর্ষেচাষিদের মুখের হাসি চওড়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, গতবারের তুলনায় এবারের শীতে শিলিগুড়ি শহরের দৈনিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। দূষণের জেরেই এমনটা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। 'ল্যান্ড স্যাট স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যাখ্যা করে আবহাওয়াবিদরা জানতে পেরেছেন, বঙ্গোপসাগরে তৈরি উচ্চচাপ বলয়, মধ্য ভারতে 'কনফ্লুয়েন্স জোন' (দুটি বিপরীতধর্মী বায়ুর এক জায়গায় মিলন)-এর সৃষ্টি এবং পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ত্রিফলা চাপে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় গত কয়েকদিনে শীতের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন রায় বলেন, 'উত্তরের হাওয়ার প্রভাব খানিকটা কম হওয়ায় এবার শীতের প্রকোপ তুলনায় কম। তবে দৈনিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং অনেকাংশেই দায়ী।' গতবারের শীতের সঙ্গে এবারের শীতের পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক বিচার করলেই শিলিগুড়ির তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দূষণ পরিমাপ করা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য শিলিগুড়ি পুরসভা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক যন্ত্র বসিয়েছে। সেইসব যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ২০১৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরের প্রতিদিনের গড় তাপমাত্রা ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯.৫, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। ২০২০ সালের ১ নভেম্বর থেকে এবছরের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দৈনিক গড় তাপমাত্রা বেড়ে ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'গোটা পৃথিবীজুড়ে ভূবিজ্ঞানীরা উষ্ণায়ন নিয়ে আমাদের সতর্ক করে চলেছেন। ব্যবস্থা না নিলে আমরা সমস্যায় পড়ব।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য শংকর ঘোষ বলেন, 'কেন শহরের উষ্ণতা বাড়ছে সেই কারণগুলি চিহ্নিত করে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। সেই মতো পদক্ষেপ করা হবে।'

পাড়ায় পাড়ায় সমাধান

নির্বাচনের আগে জেলাপিছু ৫০ লক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ভোটের মুখে মানুষের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ মেটাতে 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পে জেলাপিছু ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল নবান্ন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ছোট সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কানে এসেছে। তাই পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অফিসাররা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সমস্যার কথা শুনবেন। দ্রুত সেই সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প নজরদারি দপ্তর (পিএসপিএম) এই টাকা জেলাগুলিতে পাঠাচ্ছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই টাকার কাজ হয়ে গেলে জেলা শাসকরা নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' বা শংসাপত্র পাঠালে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হতে পারে। এর ফলে ছোট রাস্তা, নিকাশিব্যবস্থা, কালভার্ট, বৈদ্যুতিক খুঁটি লাগানোর মতো ছোট ছোট সমস্যার সমাধান দ্রুত করা সম্ভব হবে বলে অফিসাররা মনে করছেন।

সরকারি সূত্রের খবর, 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি নেওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ১৫ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। যার অধিকাংশই বিভিন্ন শহর ও গ্রামের ছোট রাস্তা, নিকাশি, কালভার্ট নির্মাণের দাবি। প্রশান্ত কিশোরের টিম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জানতে পেরেছে, এই ছোট ছোট সমস্যাগুলির জন্য এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও সেই ক্ষোভ মেটানো সম্ভব হয়নি। আর তার ফলেই গত লোকসভা ভোটে বহু জায়গায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট পড়েছে। তাই এই ছোট ছোট সমস্যা সমাধানে একদিকে যেমন 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তেমনই পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিও রাজ্য প্রশাসন নিয়েছে। এই কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্লকস্তরের অফিসাররা বিভিন্ন এলাকায় যাবেন। কোথায় কার কী অভিযোগ রয়েছে তা শুনে দ্রুত তা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে একই সঙ্গে পুরসভার অফিসাররা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়া বিভিন্ন দাবি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির মধ্যেই সেই কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অফিসাররা যেখানে যেমন অভিযোগ পাবেন, সেখানে সেইমতো কাজ শুরু করবেন। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একমাসের মধ্যে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষোভ সামলাতে

- বড় প্রকল্পে বহু কাজ হলেও ছোট কাজ অনেক বাকি পড়ে রয়েছে
- পুরসভাগুলিতে নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে
- পুর পরিষেবা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমাট বাঁধছে
- এই ক্ষোভ আগামী নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা

নবান্নের অফিসাররা মনে করছেন, বড় প্রকল্পে বহু কাজ হলেও ছোট কাজ অনেক বাকি পড়ে রয়েছে। তাছাড়া পুরসভাগুলিতে গত একবছর বা তার বেশি সময় নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় সেখানে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমাট বাঁধছে। অবিলম্বে তা না মেটালে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে টেন্ডার ডাকার ক্ষমতাও কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। এখন জেলা শাসকরা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের টেন্ডার ডাকতে পারেন। বিডিও অথবা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসাররা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টেন্ডার ডাকতে পারেন। নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা ১৫ লক্ষ টাকা ও সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টেন্ডার ডাকতে পারবেন। ফলে দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট সমস্যাগুলি সমাধানে স্থানীয় প্রশাসন যে সেভাবে নজর দেয়নি, তা পিকে'র টিম তৃণমূল নেত্রীকে রিপোর্টে জানিয়েছে। মূলত উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর ছোট কালভার্টের দাবি আছে। একই সঙ্গে জঙ্গলমহলে বেশ কিছু ছোট রাস্তার দাবিও সাধারণ মানুষের রয়েছে। পিকে'র টিমের রিপোর্ট পাওয়ার পরই তৃণমূল নেত্রী দ্রুত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন। তাই রাজ্য প্রশাসনের ওপর ভরসা না করে জেলা প্রশাসনকে টাকা বরাদ্দ করে দ্রুত কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হল। একই সঙ্গে এখন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু হলে তা শেষ হতে হতে ভোট এসে যাবে। ভোটের মুখে কাজ দেখাতে পারলে তার ফল ভালো হবে বলেই তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন।

কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ

প্রথম পাতার পর

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ অবশ্য তাতে কর্ণপাত না করে স্থগিতাদেশই দিল। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যে চার সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছে, তাতে ঠাঁই পেয়েছেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন এবং কিষান কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান ভূপিন্দর সিং মান, নীতি বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রমোদ যোশি, কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি এবং খেতকারী সংগঠনের অনিল ঘানিয়াত। কমিটি সমস্ত পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেবে। সূত্রের খবর, দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আরএম লোধাকে ওই কমিটির মাথায় বসানোর কথা হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তাতে রাজি হননি। কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এটা একটা বিজয়। প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদে বলেন, 'নতুন আইন ঘিরে তৈরি হওয়া অচলাবস্থার মীমাংসার জন্য নতুন কমিটি গড়তে আমাদের কোনও শক্তি আটকাতে পারবে না। এটা জীবন ও মৃত্যুর বিষয়। আমরা নতুন আইনগুলি নিয়ে চিন্তিত। আন্দোলনের ফলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হচ্ছে, আমরা তা নিয়েও চিন্তিত। সব থেকে ভালোভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের হাতে আইন কার্যকর করা স্থগিত করার ক্ষমতা আছে।' প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সদস্যরা জানান, তাঁরা সমস্যার সমাধান চান বলেই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের আইনজীবী এমএল শর্মা জানিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেহেতু তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি, তাই তাঁরা কোনও কমিটির অংশ হতে রাজি নন। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু বলতে পারি না। কারণ তিনি এই মামলার কোনও পক্ষ নন। এটা রাজনীতি নয়। রাজনীতি এবং বিচারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আপনাদের সহযোগিতা করতেই হবে।'

কেন্দ্রের তরফে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালতকে জানানো হয়, কৃষি আইন মোটেও তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হয়নি। দুই দশক ধরে চলতে থাকা আলোচনার ফলেই আইনগুলি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আট দফা আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার বারবার আইন বাতিল করা হবে না বলে জানিয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকার আইনে সংশোধনী আনার পক্ষপাতী। আন্দোলনকারীদের আড়ালে খালিস্তানি জঙ্গিরা কৃষক বিক্ষোভে অনুপ্রবেশ করছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে অ্যাটর্নি জেনারেল ও সলিসিটর জেনারেলকে হলফনামা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল বলেন, 'যাবতীয় তথ্য হলফনামা দিয়ে জানানো হবে।'

> "আমরা নতুন আইনগুলি নিয়ে চিন্তিত। আন্দোলনের ফলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হচ্ছে, আমরা তা নিয়েও চিন্তিত।
>
> – এসএ বোবদে
> প্রধান বিচারপতি

উত্তরে করোনা সংক্রামিত ২৩

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও ২৩ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয় সামনে আসে। তবে করোনা সংক্রামিত কারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কোচবিহারের আরও ৬, আলিপুরদুয়ারের ১, জলপাইগুড়ির ৮, শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার ৬, দার্জিলিং জেলার ৭ এবং মালদার ১ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন। গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও করোনার প্রকোপ বর্তমানে অনেকটাই কমে এসেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সতর্কতার রাশে যাতে বিন্দুমাত্র ঢিলে না দেওয়া হয় সেজন্য বিশেষজ্ঞরা বারে বারেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

কোচবিহারে যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমার ৪ এবং মেখলিগঞ্জের ২ জন রয়েছেন। এনিয়ে জেলায় ১০,১৩৪ জন সংক্রামিত হলেন। আগে সংক্রামিত ৬ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। এনিয়ে এপর্যন্ত ১০,০৩৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ২৮ জন চিকিৎসাধীন। করোনা সংক্রামিত হয়ে এখনও পর্যন্ত জেলায় ৭২ জন মারা গিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারে আরও ১ জনকে ধরে ৭,৬৬৩ জন সংক্রামিত হলেন। আগে সংক্রামিত ২ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন। এপর্যন্ত ৭,৫৪০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৩৭ জন চিকিৎসাধীন। করোনা সংক্রামিত হয়ে এখনও পর্যন্ত জেলায় ৮৫ জন মারা গিয়েছেন। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ির ১ জন করে রয়েছেন। ১৭ জন সংক্রমণমুক্ত হন।